কবিতায় মিছিলের মুখ

সৈয়দ হাসমত জালাল

'মিছিল' শব্দটি বাঙালি জাতি ও তার জনজীবনের সঙ্গে যেরকম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তার উদাহরণ পৃথিবীর অন্যত্র সেভাবে হয়তো দেখা যায় না। বাঙালি জাতির ইতিহাসে অনতি-অতীতের দুটি ঘটনার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। একটি হলো পঞ্চাশের মন্বন্তর আর অন্যটি দেশভাগ।

ইংরেজ শাসনকালে এই মন্বন্তরের কারণে এক ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে এসেছিল বাঙালির জীবনে। গ্রাম থেকে শহরের পথে পথে দেখা গিয়েছিল লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল। 'ফ্যান দাও' — এই আর্তিতে, হাহাকারে ভারী হয়ে উঠেছিল বাংলার বাতাস। পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে শিল্পে ধরা আছে সেইসব মর্মবিদারক ছবি। আমরা যারা এখন মধ্য-পঞ্চাশের আশেপাশে, যাদের শৈশব-কৈশোর কাল বিগত ষাট দশকে কিংবা সত্তর দশকের গোড়াতেও অতিবাহিত হয়েছে, তারা দেখেছি সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবির, এমনকী জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও এই আর্ত সময়ের প্রতিফলন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'বিবৃতি' কবিতায় লিখেছেন ঃ

'আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।'

'তিমিরহননের গান'-এ জীবনানন্দ দাশ বলেছেন ঃ

'স্বতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে।
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে —
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমোতে বা মরে যেতে জানে।'

দিনেশ দাশ লিখেছেন ঃ 'বেঁচে আছি আমি,/এর চেয়ে লজ্জা নেই বড় গ্লানি।/আমার চতুর্দিকে রাত্রিদিন হাহাকার/মৃত আর মুমূর্ষের ভিড়...।' (গ্লানি ঃ ১৩৫০)। এইসব মুমূর্ষু, ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল তখন শহরের পথ জুড়ে। দিনেশ দাশের কবিতায় দেখি ঃ 'এই আকাশ স্তব্ধ নীল।/কোনোখানেই/যুদ্ধ নেই/হেথা আকাশ রুক্ষনীল/নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ মিছিল।' (ভুখ- মিছিল)।

এই দুর্বিষহ দুর্ভিক্ষের মাত্র চার বছর পরেই ইংরেজ শাসকদের নির্মম চাতুর্যে ঘটে গেল দেশভাগ। দ্বিখণ্ডিত হলো বাংলা। আর ওপার বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের স্রোত এসে আছড়ে পড়ল এপার বাংলায়, শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, কলকাতা শহরের শানবাঁধানো কঠিন ফুটপাতে। মন্বন্তরের ছবি যেমন আমরা দেখেছি সোমনাথ হোড়ের শিল্পকলায়, তেমনি দেশভাগের করুন পরিণতির দৃশ্য আমাদের দেখিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'আগুন লেগেছে ঘরে,/খর সূর্য মাথার উপরে। ভাণ্ডারে উধাও খাদ্য,/শূন্য পেটে চাষবাস চুপ/কারখানায় পড়েছে কুলুপ।/ দোকানে দ্বারস্থ অক্ষৌহিনী।/ পিছনে করুণ মূর্তি পথের কাহিনী...'। (ঘোষনা)।

এই যে লক্ষ-লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষ, ক্ষুধার্ত মানুষ — তারা কোথায় যাবে, কী খাবে! নেই তাদের বাসস্থান, নেই অন্ন ও কর্মের সংস্থানও। অন্যদিকে, দেশভাগ বাঙালি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গড়ে দিয়েছে এক দুর্লঙ্ঘ্য অবিশ্বাসের প্রাচীর। কিন্তু তারই মধ্যে পথ দেখাচ্ছে তখন সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শ। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বাঙালি তখন আশ্রয় খুঁজছে কমিউনিজমের শ্রেণিসংগ্রামে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, দেখি সেই ভাবনারই প্রতিফলন ঃ

'ক্ষুধার চিৎকারে চেরা অন্ধকার
মিছিলের গর্জমান গতির আলোর ঘূর্ণি
নৈঃশব্দ্য শব্দের গান
ঘুরে, ঘুরে গান কান্না
গান কান্না
গান কান্না
গান
আর যত শব্দ গন্ধ ছাড়ালে তোমার
স্তম্ভিত সমস্ত শব্দশ্বসিত তোমার
উপস্থিতি
সোভিয়েত - ভূমি।' (অর্ধেক শতাব্দী ভূমি)।

'স্বপ্ন স্বপ্নভঙ্গ স্বপ্ন-নবায়ন স্বপ্ন-পুনর্নবায়ন' - বাঙালির মনের ভূগোলে, চৈতন্যের ইতিহাসে তখন এই সোভিয়েত-ভূমির উপস্থিতি। আর তাই সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাসকে পেছনে ঠেলে হাতে হাত রেখে মিছিলে ও ময়দানে এগিয়ে চলার অঙ্গীকার ফুটে ওঠে মঙ্গলাচরণের কবিতায়ঃ

'তারপরও এ-শহরে বস্তিতে বস্তিতে আকাশের
মুখ দেখা ভার দেখে সবটুকু আলো হাওয়া ধরলাম

দোস্তিতে— হরতালি হাতে-হাতে, কাঁধে কাঁধ, ভাই-ভাই
মিছিলে ও ময়দানে শয়তান দুশমনও রুখলাম।'
(কান্নার পান্নায় ও ঠিকরোবে)।

আর অরুন মিত্র লিখলেন ঃ 'পিছনে ছড়ানো ভঙ্গুর ভিড় জমাট বাঁধে/মিছিল মিলেছে জনস্রোতে,/ঘনিষ্ঠ মন দ্রুত মুহূর্তে অনাবৃত,/ফাটলে ফাটলে ছায়ারা ডোবে,/আবিষ্কারের চমক লেগেছে সবে,/নাবিকের চোখে দ্বীপের সীমানা ভাসে....।' (ভূমিকা)।

বিগত চল্লিশ দশকের কবিরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই বিপ্লবের মূল হাতিয়ার তো গণসংগ্রাম, আন্দোলন আর স্লোগানে মিছিলে তারই প্রকাশ ও প্রতিফলন। এইসব আন্দোলনের পেছনে সচেতন ভাবেই কাজ করেছে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চেতনা, তা যেমন স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে, তেমনি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও ছিল সমান ক্রিয়াশীল। স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখছেন ঃ 'আশ্বিন থেকে বৈশাখে যারা/হাওয়ার মতন ছুটে দিশাহারা,/হাতের স্পর্শে কাজ হয় সারা, কাঁপে নিখিল,/তারা এল আজ দুর্বার গতি চলে মিছিল।' (আমরা এসেছি)।

তারই সমসময়ে অরুণ মিত্র লিখছেন ঃ 'আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ,/ভোঁতা হয়ে গেছে পুরোনো কথার ধার।/যুগান্ত উৎকীর্ন ঃ এখনই পড়ো নতুন ইস্তাহার।' (লাল ইস্তাহার)। আর দিনেশ দাশ লিখছেন ঃ 'বেয়নেট হ'ক যত ধারালো/কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু।/শেল আর বোম হ'ক ভারালো/কাস্তেটা শান দিও বন্ধু। লিখছেন ঃ 'চাঁদের শতক আজ নহে তো,/এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে।' (কাস্তে)।

স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও ওই রাজনৈতিক আদর্শের প্রবহমানতায় উত্তাল মধ্যবিত্ত বাঙালি চেতনা। তাই তেলেঙ্গানার পাশে এসে দাঁড়াল বাংলার চাষী, ডোঙাজোড়া থেকে, ক্রোধী কমূলাপুর থেকে। একে একে হাত মেলায় মালাবার, বকাস্ত-বিহার। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় লেখেন ঃ 'দ্যাখো দ্যাখো যারা/তোমার আমার শত্রু তারা আজ সাঁওতালি পর্বতে/ লৌহদৃঢ় বন্ধুতারও গুপ্ত ছিদ্রপথে/দিতে চায় হানা।/আবার কাস্তের হাতে তোমার হাতুড়ি তুলে দাও, তেলেঙ্গানা!'

এভাবেই নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার স্বপে অন্ন ও কর্মসংস্থানের দাবীতে কলকাতা শহরের পথে-পথে, বাংলার গ্রামে-গঞ্জে নেমেছে লক্ষ-লক্ষ মানুষের মিছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

'আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন
মিছিলের একটি মুখ।
অন্য সব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়
কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা করে,
পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে
গায়ে সুগন্ধি ঢালে,
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কোষিত তরবারির মতো
জেগে উঠে আমাকে জাগায়।' (মিছিলের মুখ)।

এই স্বপ্ন ও চেতনার ধারাবাহিকতা পঞ্চাশ দশক ছাপিয়ে ষাট দশকে বাঙালির জীবনে হয়েছে আরও নিবিড়, আরও সন্নিবদ্ধ। এবং তা ছড়িয়ে গিয়েছে সত্তর দশক জুড়ে। আর তাই ষাট, সত্তর দশকেও আমরা দেখেছি, মিছিলে মিছিলে লক্ষ লক্ষ মানুষের পদশব্দে স্পন্দিত হয়েছে বাঙালি জীবন-মনন, কেঁপে উঠেছে শাসকশ্রেণী। পৃথিবীর সেখানেই মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই স্বত স্ফূর্তভাবে মানুষ একসময় নেমে পড়েছে পথে, প্রতিবাদে। আর তা-ই রূপ নিয়েছে মিছিলে। তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিচ্ছবি আমরা দেখেছি আরব-বসন্তে কিংবা শাহবাগের মুক্তিযুদ্ধ-চেতনার আন্দোলনে। নন্দীগ্রাম এবং কামদুনি নিয়েও মিছিলের পদশব্দে আন্দোলিত হয়েছে কলকাতা শহরের রাজপথ। আর তারই স্পন্দন উঠে আসে কবিতায়, গানে, ছবিতে। যদিও সাম্প্রতিক কালের কবিরা 'মিছিল', 'স্লোগান' ইত্যাদি শব্দকে অত্যন্ত সচেতনভাবে পরিহার করে চলেন, কিন্তু মিছিল থেকে উৎসারিত স্লোগানের ধ্বনি কিংবা তার নীরবতাকেও একজন সচেতন সৃজনশীল মানুষের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া কি সম্ভব! ❐